মোছা: ফাতেমা জোহরা

উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার

উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস,

বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।

ই-আইডিয়া

সমস্যা

সমাধান

বাস্তবায়নকারী

- নিজস্ব ইনোভেশন/উদ্ভাবনী ধারণাঃ

নাম	পদবী	কর্মস্থল
মোছা: ফাতেমা জোহরা	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।

- আমি মোছা: ফাতেমা জোহরা, উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার, উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর এ গত ১৩/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে যোগদান করি।

- বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, অডিট রিপোর্ট উইং, অডিট ভবন, ঢাকা এর অফিস আদেশ স্মারক নং-সিএজি/এএন্ডআর/উইং(প্রশা)/২০১৯-২০/১৫/২৬ তাং-১৪/৬/২০২০ এর মাধ্যমে ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অত্র উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের আওতায় নিরীক্ষাধীন অফিসসমূহের সিভিল অডিট আপত্তি ২০০৯-১০ অর্থবছর হইতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত সিভিল অডিট কর্তৃক মোট আপত্তি সংখ্যা ছিল ৩৮ টি অনুচ্ছেদ এবং মোট জড়িত টাকার পরিমাণ ছিল ১১,১৩,১১,৮৭৪/- (এগারো কোটি তেরো লক্ষ এগারো হাজার আটশত চুয়াত্তর টাকা মাত্র)। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৪ টি অনুচ্ছেদের টাকা ১০,৬৩,০৩,০৫৮/-(দশ কোটি তেষট্টি লক্ষ তিন হাজার আটান্ন টাকা মাত্র)। অবশিষ্ট ৪(চার) টি অনুচ্ছেদের অনিষ্পন্ন অর্থ ৫০,০৮,৮১৬/- টাকা এর মধ্যে অসমন্বয়কৃত অর্থ ৪৫,৫৬,৩৩১/- টাকা এবং মাত্র ৪,৫২,৪৮৫/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে। যাহা নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে। ইহা আগামীতে খুব শীঘ্রই আদায় ও নিষ্পত্তি হবে বলে আশা করছি। উক্ত অসমন্বয়কৃত অর্থ ও অনাদায়ী অর্থ আদায় হইলে দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের আওতায় নিরীক্ষাধীন অফিসসমূহ সিভিল অডিট আপত্তিমুক্ত হবে বলে আশা করছি।

আরো উল্লেখ্য যে, আমি গত ২০১৭ সালে উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর কর্মরত থাকাকালীন প্রায় ৯ (নয়) লক্ষ টাকা এবং ঐ সময় উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, বোদা, পঞ্চগড় অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত থাকাকালীন প্রায় ৩(তিন) লক্ষ টাকা আদায় করেছি এবং পরবর্তীতে ২০১৮ সালে উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস ফুলবাড়ি ,দিনাজপুর কর্মরত থাকাকালীন সময় প্রায় ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা আদায় করে সরকারের কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।

পরবর্তীতে আবার ২৬/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকাকালীন উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, বোদা, পঞ্চগড়-এ মোট ৩২ টি অনুচ্ছেদের ১১,৯২,৩৭,৬৮৫/- এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৯ টি অনুচ্ছেদের ১১,৮১,৮৯,১৮০/- এবং অবশিষ্ট ৩ টি অনুচ্ছেদের ১০,৪৮,৫০৫/- নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যাহা আগামীতে খুব শীঘ্রই আদায় ও নিষ্পত্তি হবে বলে আশা করছি।

নিম্নে আমি অডিট বিষয়ে কিছু সুবিধা-অসুবিধা এবং দ্রুত সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করছি। যাহা অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক হবে এবং সরকারের আয়ের উৎসের ক্ষেত্রে অনেক লাভবান হবেন। প্রত্যেক হিসাবরক্ষণ অফিসের আওতাধীন ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত আপত্তিকৃত বিপুল পরিমাণ টাকা বছরের পর বছর অনিষ্পন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাতেও সরকার আর্থিক বিষয়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ্য হচ্ছেন এবং অডিটের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে অনেক ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছেন। চাকুরী শেষে সারাজীবনের অর্জিত সম্পদটুকু পেনশন, আনুতোষিক আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে অনেক কষ্টের স্বীকার হচ্ছেন। এইসব সমস্যা লাঘবের জন্য নিম্নে কিছু কারণ, সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হইলো:

কারণসমূহ

- ১। বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা হইলে।
- ২। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ব্যতিরেকে বিল পাশ করা হইলে।
- ৩। ভুল বেতন নির্ধারণের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ হইলে।
- ৪। আনুষঙ্গিক ও টিএ বিল সঠিকভাবে যাচাই না করায় অতিরিক্ত পরিশোধ করা হইলে।
- ৫। জিপিএফ রেজিস্ট্রার সঠিকভাবে যাচাই না করায় অতিরিক্ত টাকা অগ্রিম পরিশোধ বা অন্যত্র বদলী করা হইলে অতিরিক্ত পরিশোধ হয়ে থাকে।
- ৬। সরকারি নির্দেশ অথবা আর্থিক বিধি লংঘন করিয়া মালামাল ক্রয় করা হইলে যাহা নিয়ম বহির্ভূত।
- ৭। অগ্রিম পরিশোধের বিল সমন্বয় নির্ধারিত আর্থিক বৎসরে মধ্যে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সমন্বয় না করিলে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সংশ্লিষ্ট অফিস ভোগান্তির স্বীকার হন।
- ৮। পেনশন ও আনুতোষিক প্রদানে ভুল বেতন নির্ধারণের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হইলে।
- ৯। ভ্যাট ও আয়কর কর্তন সঠিকভাবে যাচাই না করিয়া বিল পাশ করিলে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়।
- ১০। জিপিএফ চুড়ান্ত ও বদলীর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে যাচাই না করিলে অতিরিক্ত পরিশোধ হয়ে থাকে। যাহা পরবর্তীতে জটিলতা সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

অসুবিধাসমূহ

- (ক) অডিট আপত্তির কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এমনকি বছরের পর বছর তারা ভোগান্তির স্বীকার হন তবুও তারা পেনশনের সুবিধা পান না এবং তাদের পরিবারবর্গও একই সমস্যার সম্মুখীন হন।
- খ) বেতন নির্ধারণের আপত্তির কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বেতন বৃদ্ধির কোন সুবিধা পান না। ফলে তারা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হন।
- গ) অন্য দিকে অডিট আপত্তির কারণে সরকার অনেক ক্ষতিগ্রস্থ্য হন। অনেক অর্থ বিভিন্ন কারণে বছরের পর বছর অলস অর্থ হিসাবে রহিয়াছে। যাহার কারণে সরকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং সময়ের অপচয় হয়। যাহা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহের করণীয়ঃ

- ১। প্রত্যেক অফিসের করণীয় বিল তৈরী করার সময় যোগ, বিয়োগ, ভ্যাট, আয়কর সঠিকভাবে কর্তন করেছেন কি না তা লক্ষ্য করা।
- ২। যদি কোন ভুলবশত ভ্যাট বা আয়করের টাকা কম কর্তন করা হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে হিসাবরক্ষণ অফিসে অবগত করানো অথবা পরবর্তী বিলে সমন্বয় করিয়া হিসাবরক্ষণ অফিসে অবগত করানো প্রয়োজন। তাহলে কোন আপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা।
- ৩। ভ্রমণ বিল বা অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রেও যদি ভালভাবে যাচাই বাছাই করে সঠিক ভাবে ভ্যাট, আয়কর কর্তন করেন তবে আপত্তির সম্ভাবনা থাকবেনা।
- ৪। যে সকল বিলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী অথোরিটি প্রয়োজন এবং বিলের সহিত সম্পৃক্ত কাগজ সহ দাখিল করিলে কাগজপত্র সংক্রান্ত কোন আপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা।
- ৫। বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, পদোন্নতি যাই হোক না কেন যোগদানের তারিখ হইতে যাচাই বাছাই করলে অতিরিক্ত টাকা পরিশোধের কোন সুযোগ থাকবেনা।
- ৬। পেনশনের ক্ষেত্রে চাকুরী বহি বা চাকুরীর বিবরণী সঠিকভাবে যাচাই করে তাঁদের যদি কর্তন থাকে, তবে তা শেষ বেতন প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখ করে দিবেন এবং মঞ্জুরী আদেশেও উল্লেখ করে দিবেন। সেই ক্ষেত্রে পেনশনারগণের পেনশন পেতে কোন আপত্তির সম্মুখীন হতে হবে না এবং দ্রুত পেনশন পাবেন। বৃদ্ধ বয়সে তাদের ভোগান্তি স্বীকার হতে হবে না।

- যদি কোন অডিট আপত্তি হয়েও থাকে যত দ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসের সহিত যোগাযোগ করে, তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন।
- পরিশেষে সবার সহযোগিতা, সহনশীলতা একান্ত প্রয়োজন। তবেই সম্ভব এই সকল আপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া।

অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে
পরিচালিত কার্যক্রম

হিসাবরক্ষণ অফিসের করণীয়

- ১। বিল জমা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা যাচাই বাছাই করে আয়কর, ভ্যাট ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দিয়েছেন কিনা তা যাঁচাই করতে হবে। তাহলে অডিট আপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

- ২। যদি কোন বিলে ভ্যাট আয়কর কর্তন করেন নাই বা কম কর্তন করেছেন তা তাৎক্ষনিকভাবে চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে চালানের কপি সংযুক্ত করে বিল পাশ করতে হবে। তবে আপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা।

- ৩। বেতন নির্ধারনীর সময় যে কোন বেতন নির্ধারণী যেমন:- টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, উচ্চতর গ্রেড, পদোন্নতি, পেনশন এর ক্ষেত্রে যোগদান থেকে যাচাই বাছাই করলে ভুলের সম্ভাবনা থাকবেনা এবং অডিট আপত্তির সম্ভাবনা থাকবেনা।

- ৪। পেনশনারের ক্ষেত্রে যখন পেনশন তৈরীর জন্য শেষ বেতন প্রত্যয়ন চাওয়া হয় তখন চাকুরীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল করে দেখতে হবে তাহার কোন অডিট আপত্তি বা কোন কর্তন আছে কি না। যদি থাকে তাহা শেষ বেতন প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখ করে দিতে হবে। যাতে করে সংশ্লিষ্ট অফিস সকল কর্তন করে পেনশন কেসটি দাখিল করেন। তাহলে পেনশনের উপর আপত্তির সম্ভাবনা থাকবেনা এবং পেনশনারদের কষ্ট লাঘব হইবে। আমাদের সরকার চান পেনশনাররা যেন কোন কষ্ট না পান। সঠিক সময়ে পেনশন পান। কারণ তাদের মত একদিন সবাইকে পেনশনে যেতে হবে। তাই সবার আগে দরকার তাদের প্রতি সহযোগিতা-সহনশীলতা করার মনোভাব তৈরী করা। তবেই অডিটে কোন আপত্তি থাকবেনা এবং সরকার আর্থিক দিক দিয়ে কোন ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকবেনা। এ ব্যাপারে হিসাব রক্ষণ অফিস সমূহকে সবসময় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। অডিট আপত্তি হইলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট অফিসকে অবহিত করতে হবে এবং জবাব পাওয়ার পর দ্রুত ব্রডশীট জবাব তৈরী [illegible] সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

- অনেক ক্ষেত্রে পেনশন প্রদানের সময় আনুতোষিক হইতে আপত্তিকৃত টাকা কর্তন করিয়া আনুতোষিক প্রদান করা হয়, তা অডিট অফিসকে অবহিত করা হয় না। বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নামে আপত্তি থেকেই যায়। এ বিষয়ে হিসাবরক্ষণ অফিসকে সচেতন থাকতে হবে। অযথা হয়রানি করা ঠিক হবে না।

- বর্তমানে বেতন পেনশন ই.এফ.টি এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। যাতে করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ঘরে বসেই তাহার একাউন্টে টাকা পেয়ে যান। তাদের হয়রানির স্বীকার হতে হবে না। এ ব্যাপারে সকল হিসাবরক্ষণ অফিসকে সহযোগিতা করতে হবে।

- ৫। বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অর্থ বিভাগে সাম্প্রতিক উদ্দ্যোগে ডিজিটাল বাংলাদেশ সব কিছু ডিজিটালাইজড (ibas++) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। অনলাইন বেতন নির্ধারণ, পেনশন, বিল পাশ, চালান যাচাই এবং আন্তজার্তিক মান সম্পন্ন অডিট প্রতিবেদন প্রণয়ন। তাই আমি মনে করি ডিজিটাল বাংলাদেশ সবকিছুই ডিজিটালাইজড। এমনকি সিভিল অডিট প্রতিবেদন বিষয়টিও কম্পিউটারের সফটওয়ারে ইন করা হয়। যাহার কারণে বছরের শুরু হইতে কতটি অনুচ্ছেদ এবং জড়িত টাকার পরিমাণ কত এবং নিষ্পত্তিকৃত অনুচ্ছেদ ও আদায়কৃত টাকার পরিমাণ এবং অনাদায়ী টাকার পরিমাণ উল্লেখ রহিয়াছে, যাহাতে করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অফিসে বসেই দেখতে পান কোন হিসাবরক্ষণ অফিসে কতটি আপত্তি অনিষ্পন্ন রহিয়াছে এবং অনাদায়ী টাকার পরিমাণ কত। তার প্রেক্ষিতে তাগিদ পত্র প্রদান করিতে পারিবেন। তাহা হইলে সকল হিসাব রক্ষণ অফিস সমূহ সচেতন হয়ে জড়িত টাকা আদায়ের চেষ্টা করবেন বলে আমি মনে করি। এই পদ্ধতির ফলে সারা বাংলাদেশে অডিট আপত্তির সংখ্যা এবং সরকারের অনাদায়ী অর্থ কত রহিয়াছে তা জানতে পারবেন।

উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার কর্তৃক অডিটের জবাব হস্তান্তর

উপজেলা শিক্ষা অফিসকে অডিট বিষয়ে পরামর্শ প্রদান

অডিট অফিসের করণীয়

- ১। অডিট করার সময়ে সঠিক আপত্তি নিশ্চিত হয়ে আপত্তি দিতে হইবে।
- ২। কাগজপত্র সংক্রান্ত অডিট এর ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে চাহিদা পত্রের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে অযথা আপত্তি দিয়ে আপত্তির সংখ্যা বাড়ানোর দরকার হয়না।
- ৩। ভ্যাট ও আয়কর এর ক্ষেত্রে জরুরী ভাবে টাকা আদায়ের জন্য তাগিদ দিবেন। এমন কি তাদের উপস্থিতিতে যদি স্থানীয় ভাবে টাকা জমা দিয়ে নিষ্পত্তি করা যায় তবে অডিট আপত্তিও থাকবে না টাকাও আদায় হবে।
- ৪। বেতন নির্ধারনের ক্ষেত্রে সরকারী আদেশ পত্র যাচাই বাছাই করে আর্থিক বিধি বিধান মেনে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি দিতে হইবে। অনেক আদেশ স্পষ্টকরণ না থাকায়, দ্বিমত সৃষ্টির কারণে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় আপত্তি থেকে যায়। তাই সব আদেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আপত্তি দিতে হবে। এ সকল আপত্তির কারণে অনেক পেনশনার অবসরে যাওয়ার পরও দুই তিন বছর নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে পেনশনাগণ হতাশায় ভোগেন। চাকুরী শেষ করে শেষ সম্বল টুকু থেকেও তারা বঞ্চিত থাকেন।
- ৫। পেনশনারের আপত্তি ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে যাচাই বাছাই করে আপত্তি দিতে হবে কারণ পেনশনাগণ পেনশনে চলে গেলে তাদের শেষ সম্বল টুকু তারা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান। তাই তাদের কাছে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা কষ্টদায়ক। একবারে নিশ্চিত হয়ে আপত্তি দিতে হবে।

- ৬। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অডিট আপত্তি থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তাদের আপত্তি ঝুলিয়ে না রেখে মানবিক কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিষ্পত্তি করা ভাল। সর্বোপরি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সরকারের আয় এবং সহানুভূতির দৃষ্টি রেখে কাজ করে যেতে হবে। তবেই অডিট আপত্তির সংখ্যা কম হবে এবং সরকারী টাকা অতি দ্রুত আদায় হবে। অডিট আপত্তি সংখ্যা যত কমানো যায় ততই ভাল এবং দ্রুত নিষ্পত্তি হবে।
- পরিশেষে বলা যায়, অডিট আপত্তি বলে কিছু থাকবে না। অডিট কর্মকর্তা স্থানীয় ভাবেই সব আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন বলে আশা করছি। অযথা আপত্তির সংখ্যা বাড়িয়ে সরকারে আর্থিক ক্ষতির কোন অবকাশ নাই।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার হাতে সিভিল অডিট নিষ্পত্তির সনদ প্রদান

সিভিল অডিট নিষ্পত্তির সনদ প্রদান

অডিট আপত্তির সমস্যা সমাধানের উপায় সমূহ

- ১। সঠিকভাবে বরাদ্দ যাচাই বাছাই করে বিল পাশ করলে অতিরিক্ত পরিশোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা।
- ২। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিল যাচাই বাছাই করতে হবে। কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় কাগজ ছাড়া বিল পাশ করা যাবেনা। যাহা নিয়মের বহির্ভূত। সরকারের নির্দেশ লংঘন করিয়া কোন অবস্থাতেই বিল পাশ করা যাইবেনা।
- ৩। বেতন নির্ধারণীর সময় চাকুরীর যোগদানকাল হইতে সঠিকভাবে যাচাই করলে বেতন নির্ধারনের সময় ভুলগুলি নজরে আসবে এবং অতিরিক্ত পরিশোধের সম্ভাবনা থাকবেনা।
- ৪। বদলী ও আনুতোষিক বিল সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করলে অতিরিক্ত পরিশোধের সম্ভাবনা থাকবেনা।
- ৫। জিপিএফ ক্ষেত্রে iBAS++ এর সহিত এবং জিপিএফ রেজিস্ট্রার ব্রডশীটের সহিত ভালভাবে মিলাইয়া পোস্টিং দিতে হবে। অগ্রিম ও বদলীর ক্ষেত্রে ভালভাবে যাচাই-বাছাই করলে অতিরিক্ত পরিশোধ বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা।
- ৬। অগ্রিম বিল সমূহ নির্ধারিত আর্থিক বৎসরের মধ্যে সমন্বয় করিতে হইতে। তা না হইলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।
- ৭। e-LPC ইস্যুর সময় যোগদানের তারিখ হইতে যাচাই বাছাই করে সমস্যাসমূহ উল্লেখ করে e-LPC ইস্যু করতে হবে।
- ৮। বিল পাশের সময় iBAS++ এ সঠিক কোড দিয়ে বাজেট বরাদ্দ যাচাই করে এবং সঠিক কোডে বিল পাশ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা।

সিভিল অডিট ও আইবাস বিষয়ক আলোচনা সভা

সিভিল অডিট বিষয়ে পরামর্শ প্রদান

পূর্বের অডিট নিষ্পত্তির পদ্ধতি

- ১। অডিট আপত্তি হইলে সংশ্লিষ্ট অফিস এবং ব্যক্তিকে চিঠি দিয়ে জানাতে হয়। পরবর্তীতে বার বার পত্র দিয়েও তারা জবাব দেন না ৰা আপত্তিকৃত টাকা জমা দেন না। যদিও কখনও জবাব দেন তা শুধু দায়সারা। তারা বুঝতেই চান না এই আপত্তি একদিন কঠিন হয়ে দ্বারাবে পেনশনের সময়।
- ২। যদি কোন ব্যক্তি বদলী হয়ে যান সেই ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির আপত্তির আর কোন জবাব পাওয়া যায় না বা বদলীকৃত কর্মস্কল হতেও কোন জবাব আসে না। এই ভাবে দিনের পর দিন আপত্তি গুলি জমে থাকে। বর্তমানে ২০০৯ সাল থেকে অধ্যবধি সরকারের আপত্তিকৃত বিপুল পরিমাণ টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে। এতে করে সরকার আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। একদিকে সময়ের অপচয় অন্য দিকে আর্থিক ক্ষতি।
- ৩। কখনও কখনও হিসাবরক্ষন অফিস কর্তৃক ব্রডশীট জবাব দিলেও সিভিল অডিট কর্তৃক নিষ্পত্তি জনক জবাব পাওয়া যায় না। অনেক বিলম্ব হয়। এত করে অনেকে হয়রানির স্বীকার হয়। একজন পেনশনার পেনশনে যাওয়ার পর তাদের মনমানষিকতা দূর্বল হয়ে যায়।
- ৪। কোন ব্যক্তি পেনশনে গেলে তার যদি অডিট আপত্তি থাকে তবে চাকুরীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যাচাই করলে অনেক টাকা কর্তন করে পেনশন প্রদান করা হয়। এতে করে পেনশনার অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হন। যদি আপত্তির সময় বেতন নির্ধারন সংশোধন করে তাকে সংশোধিত বেতন প্রদান করা হয়, তবে পেনশনারের এত ক্ষতি হবে না। সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিস সমহকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

- ৫। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি ও সংশ্লিষ্ট অফিসকে হিসাবরক্ষণ অফিস সহযোগিতা করতে হবে। তবেই সম্ভব নিষ্পত্তি করা অন্যথায় নয়।
- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় হিসাবরক্ষণ অফিস গাফিলতি করে ব্রডশীট জবাব দেননা। এইক্ষেত্রেও অডিট আপত্তি বছরের পর বছর রয়ে থাকে এবং সরকারের আর্থিক অনেক ক্ষতি হন। এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিও অনেক ভোগান্তির স্বীকার হন। ইহা লাঘবের জন্য অত্যাধুনিক পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন।

অসুস্থ্ পেনশনারের বাসায় গিয়ে লাইফ ভেরিফিকেশন সম্পন্নকরণ।

বর্তমান প্রক্রিয়ায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও পদ্ধতি সমূহ

- ১। সকল হিসাবরক্ষন অফিসে ibas++ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বাজেট এবং হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা যা আর্ন্তজাতিক ভাবে GFMIS হিসাবে পরিচিত। এটি একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয্যার যার মাধ্যমে সরকারের বাজেট প্রণয়ন, বরাদ্দ বিভাজন, অর্থ অবমুক্তি, বাজেট পূনঃ উপযোজন অনলাইনে বিল দাখিল তার বিপরীতে চেক বা এটিএম মাধ্যমে অর্থ প্রদান ইত্যাদি আর্থিক দল সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। সরকার সিভিল অডিট প্রক্রিয়ায় এই ibas++ সফটওয়্যারের আওতায় অফিসে বসেই হিসাবরক্ষণ অফিসে কতটি আপত্তি, আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ কত এবং কত টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে তা জানতে পারবেন। তেমনি করে সকল হিসাবরক্ষণ অফিস প্রতি মাসে একটি সঠিক রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন।
- ২। বর্তমানে সকল জনগণকে একটি আইডি নম্বর দ্বারা সনাক্ত করা হয় এবং তার সকল তথ্য জানা যায়। ঠিক তেমনি ভাবে তার আইডি খোলার সময় যদি অডিট আপত্তি সংযুক্ত কোন কলাম সংযুক্ত থাকে তবে কোন ব্যক্তিই অডিট আপত্তিকে এরিয়ে যেতে পারবেন না এবং দ্রুত সমাধান হবে বলে আমি মনে করি। বর্তমানে LPC তে লিখা হয় কিন্তু অনলাইনে লিখা হয় না বা অনলাইনে অপশন নাই, অপশন থাকলে সেখানে এন্ট্রি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি ও অবগত হবেন।

- ৩। বর্তমানে মোবাইল, ই-মেইল এর যুগে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে তাহাকে যদি মোবাইলে কথা বলে জানানো যায় আপনার এই আপত্তি রহিয়াছে এবং সংযুক্ত কাগজপত্র ই-মেইল বা ম্যাসেজ এর মাধ্যমে জানানো হয় এবং তিনি যদি ম্যাসেজ অথবা ই-মেইল এর মাধ্যমে জবাব দেন। তাহলে ধরি, যেখানে একটি পত্র লিখে পাওয়ার পর জবাব দিতে ১ মাস লেগে যাবে এবং এই জবাব সন্তোষজনক না হওয়ার কারণে তাকে কমপক্ষে ১০ দিন অফিসে আসতে হবে। আর এই ১০দিন আসতে ঐ ব্যক্তির অনেক টাকা খরচ হবে এবং কষ্ট হবে, সময় লাগবে। তারপরও সুরাহা হবে কিনা তা ঠিক নাই।
- ৪। আমার মনে হয় যদি ম্যাসেজ বা ই-মেইল এর মাধ্যমে আমরা আপত্তিকৃত কাগজ পাঠাই এব সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি যদি ই-মেইল এর মাধ্যমে জবাব প্রদান করেন তাহলে ধরে নেন যেখানে ১০ দিন সময় লাগত সেখানে ১ (এক) দিনে এসে জবাব দিতে পারবেন। তাহলে যেখানে নিষ্পত্তিমূলক জবাব দিতে ১ মাস সময় লাগতো সেখানে ৭দিনে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যাবে। যেখানে ১০ দিন আসতে তাকে ১,০০০/- টাকা খরচ করতে হতো সেখানে ১ দিন আসলে তার ১০০/- টাকা খরচ হবে। এতে করে সময়, খরচ, যাতায়াত সবই কমে গেলো এবং অডিট আপত্তিও বছরের যায়গায় মাসও লাগবে না। এমনকি দিনে দিনেই শেষ হয়ে যাবে। সময়, খরচ, যাতায়াত সবই কমে যাবে।
- ৫। প্রত্যেক হিসাব রক্ষণ অফিস যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সিভিল অডিটের জবাব প্রদান করেন এবং সিভিল অডিট অফিস যদি ঠিক একই প্রক্রিয়ায় ম্যাসেজ ও ই-মেইল এর মাধ্যমে বা টেলিফোনে ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার জবাব পান তা ঠিক করে নিতে পারেন। পূর্বের প্রক্রিয়ায় ভুল জবাব পেলে তারা চিঠি তৈরী করে পোষ্টের মাধ্যমে হিসাব রক্ষণ অফিসে পাঠান। পরবর্তীতে তারা আবার চিঠি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানান। এই ভাবে চিঠি প্রক্রিয়া চলতে থাকে বছরের পর বছর। তাই বর্তমান প্রক্রিয়া চালু করলে সিভিল অডিট অফিস হইতে অনেক তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি মূলক জবাব পাওয়া যাবে এবং আপত্তিকৃত ব্যক্তি দ্রুত নিষ্পত্তি পাবেন। উপকারভোগীরা [illegible] কষ্ট হতে লাঘব হবেন এবং সরকারও দ্রুত অলস অর্থ ফেরত পাবেন।

মুদ্রণ, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং অনলাইন সিভিল অডিট এন্ট্রি সহযোগিতায় জনাব
মো: মেহেরাফুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর, বোচাগঞ্জ দিনাজপুর।

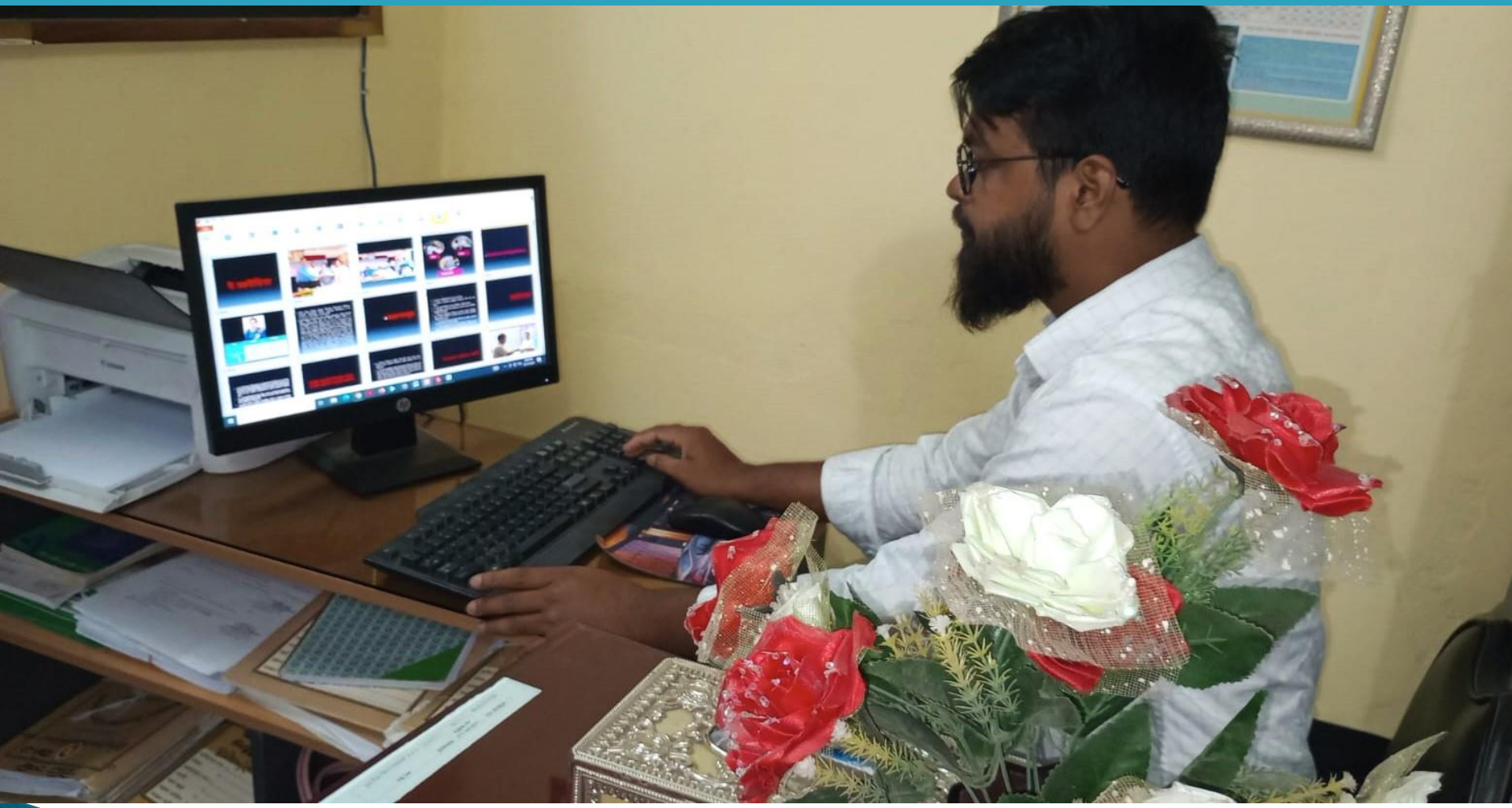

লাইফ ভেরিফিকেশনের জন্য
অপেক্ষারত পেনশনার

লাইফ ভেরিফিকেশনের জন্য
অপেক্ষারত পেনশনার

ই-আইডিয়া বাস্তবায়ন করলে সরকারের বা অফিসের কি লাভ

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীরা কম সময়ে কম খরচে তারা সেবা পাবেন। অর্থাৎ ই-মেইল বা ফোনে যোগাযোগ বা ম্যাসেজ এর মাধ্যমে যোগযোগ করলে সংশ্লিষ্ট অফিস ও হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে অনেক কম সময়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হবে। এবং সরকারের আর্থিক বিষয়ে নিষ্পত্তির মাধ্যমে অনেক টাকা আয় হবে এবং সময় বাঁচবে। এবং অতি দ্রুত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হলে সরকারের অলস অর্থ প্রযোজনীয় খাতে জমা হবে। জনগন বা সেবা গ্রহণকারীগণ তাদের অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ফলে ভোগান্তি লাঘব হবে এবং তারা সঠিক সময় পেনশন পাবেন। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ibas++ এর মাধ্যমে সারাদেশে কার্যক্রম চলছে। সরকারী/বেসরকারী চাকুরীজীবি, পেনশনার এবং সাধারণ জনগণ সুবিধা পাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে NID ব্যবহার করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পেনশনারগণ জানতে পারবেন তাদের কোনো অডিট আপত্তি আছে কি না এবং তা কিভাবে সহজে নিষ্পত্তি করা যায়। অপরদিকে অডিট আপত্তিকৃত সকল অর্থ দ্রুত এবং সহজভাবে কম সময়ে আদায় হবে এবং সরকার তাহা আয়ের উৎস হিসেবে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে লাগাতে পারবেন।
- অর্থাৎ (TCV) সময়, খরচ ও যাতায়াত কম হবে। ফলে সরকার ও সেবা গ্রহীতা উপকৃত হবেন। অন্যদিকে সরকারের অলসকৃত অর্থ দ্রুত আদায় হবে বলে আমি মনে করি।

মোছা: ফাতেমা জোহরা, উপজেলা হিসাবরক্ষন অফিসার, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর সিভিল অডিট কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য।

প্রত্যাশিত ফলাফল

- জনাব মোছা: ফাতেমা জোহরা, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর কর্তৃক ২১/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে নিজস্ব ইনোভেশনের আলোকে জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, ডিভিশনাল কন্টোলার অব একাউন্টস (ডিসিএ) মহোদয়ের উপস্থিতিতে সিভিল অডিট আপত্তি সংক্রান্ত নিষ্পত্তিমূলক পত্র বিতরণ করেন।
- বর্তমান ডিজিটাল পদ্ধাতিগুলো অবলম্বন করলে যেমন কাজের মান ভাল হবে তেমনি অডিটে কোন আপত্তি থাকবে না, সরকারের আর্থিক কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না, অল্প সময়ে অডিট আপত্তি সমাধান করা সম্ভব হইবে এবং সরকারে আপত্তিকৃত অর্থ সঠিক সময়ে আদায় হইবে। প্রতিটি বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হিসাব রক্ষণ অফিসসহ অন্যান্য অফিস সমূহকে অডিটের ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজড করলে সরকারের আয়ের উৎস আরও সহজ হবে এবং অধিক হবে। এই উদ্ভাবনী ধারণা যুগোপযোগী, যাহা সহজেই অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে সাহায্য করবে।
- অর্থাৎ (TCV) সময়, খরচ ও যাতায়াত কম হবে। ফলে সেবা গ্রহীতা কম সময়ে কম খরচে যাতায়াত কম করলে অনেক উপকৃত হবেন। অন্য দিকে সরকার অল্প সময়ে অল্প খরচের অলসকৃত টাকা অতি দ্রুত সরকারের আয়ের উৎসের ঘরে জমা হবে এবং সরকার দ্রুত লাভবান হবেন বলে আমি আশা করছি। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

ডিসিএ রংপুর মহোদয় জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান কর্তৃক মোছা: ফাতেমা জোহরা, উপজেলা হিসাবরক্ষন অফিসার, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর কে ফুলেল শুভেচ্ছা

প্রত্যাশা ঃ
প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি
প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৭ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি
প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১০ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি
প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ইস্যু ও বিতরণ
পরবর্তী মাসের ১০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রদান
ফাতেমা জোহরা

ধন্যবাদ